যুগান্তর

তারিখ ... 13-SEP 2013
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম 2

পুরনো সরকটি বেসরকারি ভার্সিটি চলছে অবৈধভাবে

পাঁচটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৫ বছর আগে

মুশতাক আহমদ

দেশের পুরনো ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবই চলছে অস্থায়ী সনদে। এগুলোর প্রত্যেকটিরই প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে অনেক আগেই। বিশেষ করে পাঁচটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৫ বছর আগে। যে আইন অনুযায়ী তারা প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছে, সেই অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে প্রত্যেকেরই স্থায়ী সনদ গ্রহণের কথা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সেই হিসেবে এসব বিশ্ববিদ্যালয় এখন চলছে অবৈধভাবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নথিপত্রে দেখা যায়, ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টি স্থায়ী সনদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাকি ৩৯টির অবস্থা করুণ। তবে এর মধ্যে ১৮টির অবস্থা আরও করুণ। তারা সরকারের বিভিন্ন সময়ে দেয়া বিধিনিষেধ বারবার লঙ্ঘন করছে। সরকারও অদৃশ্য কারণে ওইগুলোর ব্যাপারে বারবার ছাড় দিচ্ছে।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত মেনে স্থায়ী সনদ লাভের আবেদন করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী সনদ দেয়ার সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত করেছে। যে কোনো সময় পত্র ইস্যু হবে। তিনি আরও বলেন, তবে এটাও ঠিক যে, স্থায়ী সনদ লাভের মতো আরও বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু সব শর্ত মেনে তারা আবেদন না করা পর্যন্ত সরকার তাদের স্থায়ী সনদ দেবে না।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, যে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী সনদ দেয়ার উপযোগী বলে মনে করছে মন্ত্রণালয়, সেগুলোও নানা দোষে দুষ্ট। বিশেষ করে অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত টিউশন ফি আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ নানাভাবে লোপাট, ব্যয়ের স্বচ্ছতা না থাকা, ৬ ভাগ শিক্ষার্থীকে বিনা পয়সায় না পড়ানো এবং গবেষণা খাতে লাভের অর্থের একটা অংশ যথার্থভাবে ব্যয় না করা। এছাড়া ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনার মতো অভিযোগ রয়েছে ৫-৬টির বিরুদ্ধে। মন্ত্রণালয়ের হিসেবে স্থায়ী সনদ লাভের কাছাকাছি থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো

চলছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

চলছে : বেসরকারি ভার্সিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে— নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি।

২০১০ সালের সর্বশেষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সাময়িক সনদ লাভের পর ৭ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। তবে সরকার থেকে আরও ৫ বছরের জন্য অবকাশ নিতে পারবে। তবে এই শর্ত আইন পাসের পর অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২০১০ সালের ১৮ জুলাই এই আইন পাসের আগে সাময়িক সনদপ্রাপ্ত ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৪৭ ধারা প্রযোজ্য। ওই ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে সনদ গ্রহণপূর্বক স্থায়ী না হইয়া থাকিলে, এই আইন কার্যকর হইবার পর, উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ৯-এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।'

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ওই বছর এ নিয়ে একটি আইন পাস হয়। এরপর আইনটির অধীনে প্রথম অনুমোদন পায় নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি। এরপর ২০০৬ সাল পর্যন্ত অবশ্য মোট ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেলেও সনদ বাণিজ্যসহ নানা অপরাধের কারণে সরকার ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ওই আইনের সংশোধন হয় ১৯৯৮ সালে। মূল এবং সংশোধিত আইনের নানা দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে একশ্রেণী সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন স্থগিত থাকে। এরপর ২০১০ সালে আইন পাস হলে সরকার এ পর্যন্ত ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। অবশ্য অভিযোগ উঠেছে, সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ই দলীয় বিবেচনায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বয়স বিবেচনায় দেখা গেছে, ৫১টির মধ্যে ১৩টির মেয়াদ শেষ হয়েছে প্রায় দেড় যুগেরও বেশি সময় আগে। ১৯৯১-৯৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে এই ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে আসার পর ২০০০ সাল পর্যন্ত ৪টির অনুমতি দেয়। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি পায়। এই আইনের অধীনে সর্বশেষ ২০০৬ সালে অনুমোদন পেয়েছে আশা ইউনিভার্সিটি ও ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি। ওইগুলোরও প্রতিষ্ঠার বয়স ৭ বছর পূর্ণ হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির সূত্রগুলো জানিয়েছে, বৈধতা হারানো এসব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের বিদ্যমান আইন অনেক ক্ষেত্রেই মানছে না। শিক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগ শুরু থেকেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং ১৯৯৮ (সংশোধিত) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যেককে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। সে শর্ত পূরণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এদের ক্ষেত্রে যদি নতুন আইনও প্রয়োগ করা হয়, সে ক্ষেত্রেও তাদের অস্থায়ী সনদের বৈধতা থাকে না। শুধু তাই নয়, স্থায়ী সনদ অর্জনের জন্য স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি গড়া, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠদানসহ শিক্ষার একটি আদর্শ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই এর ধারে-কাছেও যায়নি। এছাড়া শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতারণা করে কিভাবে অধিক অর্থ আদায় করা যায়, সেই লক্ষ্যে দেশব্যাপী সনদ বাণিজ্য করছে অনেকেই। অনুমতি ছাড়া কিংবা একটির অনুমতি নিয়ে একাধিক ক্যাম্পাস যত্রতত্র গড়ে তুলছে। সরকার তা গুটিয়ে নিতে বললে মামলা ঠুকে দেয়। এমনকি কথায় কথায় মামলা এবং উকিল নোটিশ দিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড পর্যন্ত গড়েছে। এভাবে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের মাধ্যমে চলছে।

অবশ্য ২২ আগস্ট মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের আইন নানাভাবে লঙ্ঘন করছে বলে চিহ্নিত করা হয়। শুধু তাই নয়, ওইগুলোর অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে পুলিশি অভিযানের মতো সিদ্ধান্ত পর্যন্ত হয়েছে।

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী জানান, এখন তারা ২২ আগস্টের মিটিংয়ের রেজুলেশনের জন্য অপেক্ষা করছেন। রেজুলেশন হাতে পেলেই তারা অবৈধ ক্যাম্পাস ও আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অ্যাকশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র লিখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করবেন। যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চালানো হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইউনিভার্সিটি, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি। এগুলোর মধ্যে প্রথম ৫টিতে মালিকানা দ্বন্দ্ব প্রকট। যদিও তারা বিষয়টি অস্বীকার করে টাকার জোরে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। আর এগুলোর মধ্যে দারুল ইহসান এবং প্রাইম ইউনিভার্সিটির পরিস্থিতি বেশি জটিল। ওইগুলো মামলায় জর্জরিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এই ৯টির বিরুদ্ধে কেবল পুলিশি অ্যাকশনই নয়, উ. আদালতে শক্ত আইনি লড়াইও চলবে। এ লক্ষ্যে তাদের দায়ের করা সব মামলা এক আদালতে এনে মোকাবেলার জোরালো চিন্তাভাবনা চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সালাউদ্দিন আকবর বলেন, স্থায়ী সনদ পেতে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন। পুরনো ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আংশিকভাবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেছে। আরও ৬টি আইনত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে জমি না কিনলেও ফাউন্ডেশনের নামে কিনেছে। সেগুলোতে ৬ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে জমি বুঝিয়ে দিতে হবে। আরও ৪টি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে, ৩টি জমি কিনে ক্যাম্পাসের নকশা অনুমোদন করিয়েছে, ১৮টি জমি কিনেছে কিন্তু নকশা অনুমোদন পায়নি।